প্রশ্ন 4 মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ

মানবাধিকার হল এমন অধিকার, যা ছাড়া মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার ইতিহাস হল মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভুত্বকারী মানুষ অন্য সব মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এ ছাড়া যথেচ্ছ শাসন, অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা করেছে এবং মানুষকে তাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই এই অন্যায়-অবিচার, শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মানুষ আজ মানবাধিকার অর্জন করেছে। 1948 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকারগুলি আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হল—

[1] **নবজাগরণের যুগে মানবাধিকার:** ইউরোপে নবজাগরণের পূর্বে মানুষ সকলপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। দাস সমাজব্যবস্থায়, রাজতন্ত্রে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা হত। একমাত্র নবজাগরণের যুগে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষের অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ঘোষণা করা হয়।

[2] **মধ্যযুগে মানবাধিকার:** মধ্যযুগে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামের ফলে অধিকারগুলি তারা কালক্রমে লিখিত ও আইনসিদ্ধভাবে অর্জন করেছে। যেমন—1215

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ, 1628 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের দাবি সনদ, 1689 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের বিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে 1789 খ্রিস্টাব্দে দেশের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষিত হয়েছে। 1791 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অধিকারের বিল ঘোষিত হয়েছে।

[3] **আধুনিক যুগে মানবাধিকার:** সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন জাতিগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অমানবিক, পাশবিক অত্যাচার করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের উপর এই নৃশংস অত্যাচার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ব্যথিত করেছে। অমানবিক নাৎসি অত্যাচারের অভিজ্ঞতা মানুষ অর্জন করেছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সনদে 30টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে আইনি স্বীকৃতি লাভ করে।

[4] **সমসাময়িক যুগে মানবাধিকার:** রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার পরেও বিভিন্ন রাষ্ট্র তা লঙ্ঘন করছিল। তাই মানবাধিকারের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের চাপে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এই কমিশন তার বিচার করবে। বর্তমানে মানবাধিকারকে প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বীকার করলেও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেনি। এর ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে আইনি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

মূল্যায়ন: যতদিন বিশ্বে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব থাকবে ততদিন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে।

Scanned with CamScanner